স্বাদ বাংলা এগ্রো ফুড

প্রো: মৌসুমি বেগম তাসলিমা

ব্র্যান্ড: স্বাদ বাংলা

মোবাইল: ০১৬১১৯৮৭০৯৬

আমার উদ্যোক্তা জীবনের গল্প

আমার জীবনের পথচলা কখনোই সহজ ছিল না। আমি সবসময় বিশ্বাস করি-স্বপ্ন থাকলে আর চেষ্টা চালিয়ে গেলে আল্লাহর রহমতে কোনো কিছুই অসম্ভব নয়।

আমার শুরু

আমি এসএসসি শেষ করার পরপরই বিয়ে করি। সংসারের দায়িত্ব এলেও আমার মনে সবসময় একটা ইচ্ছে কাজ করত-আমি নিজের পরিচয়ে বাঁচতে চাই।

পরে আমি বিএ পাস করার পর অনেক সরকারি ও বেসরকারি চাকরি খুঁজেছি ও আবেদন করেছি, কিন্তু ভাগ্য সহায় হয়নি। তখন আমার মায়ের কথা আমাকে নতুন করে শক্তি দিল। মা সবসময় বলতেন-

"মেয়েরা চাইলে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে স্বামী বা অন্য কারও ওপর নির্ভর করতে হয় না। নিজের চেষ্টায় অনেক দূর এগোনো সম্ভব।"

মায়ের এই কথাই আমাকে উদ্যোক্তা হওয়ার পথে হাঁটতে অনুপ্রেরণা দিল।

অনুপ্রেরণা ও সহযোগিতা

আমি সিলেটের একটি শো-রুমে কাজ শুরু করি। এখানেই তৃণমূল নারী উদ্যোক্তা সোসাইটি দাদা ও দিদির সহযোগিতায় আমি Partner প্রকল্পে অংশগ্রহণের সুযোগ পাই।। দাদ্য আর দিদিও সবসময় পাশে থেকেছেন। তাঁদের সহযোগিতাতেই তৃণমূল নারীর উদ্যোক্তা সোসাইটি উদ্যোক্তা হওয়ার পথে আমি যুক্ত হই তৃণমূল নারীর উদ্যোক্তা সোসাইটির সাথে। এই প্ল্যাটফর্ম আমাকে নতুন করে আত্মবিশ্বাস দিয়েছে এবং বুঝিয়েছে-উদ্যোক্তা মানে শুধু নিজের জীবিকা নয়, বরং অন্যদের জন্যও সুযোগ তৈরি করা।

Partner Project - আমার মোড় ঘোরানো অভিজ্ঞতা

আমার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধাপ ছিল Partner Project-এর সাথে যুক্ত হওয়া। তৃণমূল নারীর উদ্যোক্তা সোসাইটি এবং স্থানীয় কর্মকর্তাদের সহায়তায় আমি ঢাকায় গিয়ে প্রশিক্ষণ নেওয়ার সুযোগ পাই। সিনিয়র কৃষি বিপণন কর্মকর্তা হুমায়ুন কবির স্যার সবসময় আমাকে অনুপ্রেরণা দিতেন। তিনি বলতেন-

"একজন উদ্যোক্তা শুধু নিজের জন্য নয়, অন্তত আরও দশজনের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারে। তখনই প্রকৃত উদ্যোক্তার স্বপ্ন পূর্ণতা পায়।"

ঢাকায় গিয়ে আমি শিখলাম-একজন উদ্যোক্তার সবচেয়ে বড় শক্তি হলো মান বজায় রাখা, সঠিকভাবে বাজারজাত করা এবং বড় স্বপ্ন দেখার সাহস থাকা। সেই প্রশিক্ষণের পর আমার আচার তৈরির মান অনেক উন্নত হয়। এর ফলস্বরূপ আমার বিক্রি প্রায় ২০% বৃদ্ধি পায়।

পার্টনার প্রকল্পের সাথে জড়িত বড় বড় স্যারেরা খুবই আন্তরিক এবং উদ্যোক্তাদের নিয়ে আশান্বিত। সবাই আশাবাদি-'দেশের অর্থনৈতিক আমূল পরিবর্তন আসবে।"

Fouzia Healthy Food -নতুন দিগন্ত

আমার জীবনে আরেকটি বড় অনুপ্রেরণা এসেছে Fouzia Healthy Food থেকে। পার্টনার প্রকল্পের অর্থায়নে এবং ফৌজিয়া হেলদি ফুড এর সরাসরি তত্ত্বাবধানে হাতে-কলমে সেই ট্রেনিং-এ আমরা অনেক কিছুই শিখেছি। হাতে-কলমে শিখার পাশাপাশি ফৌজিয়া হেলদি ফুড এর কর্ণধার আফরুজা আপা এবং তাঁর স্বামী ফরমান আলীর সংগ্রামী জীবন আমাকে শিখিয়েছে-কঠোর পরিশ্রম, সততা আর ধৈর্য ছাড়া সাফল্য সম্ভব নয়।

তাদের প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি স্টাফ আন্তরিকভাবে একসাথে কাজ করেন। এই সহযোগিতার মনোভাব আমাকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করেছে। তাঁরা উদ্যোক্তাদের জন্য একটি দোকানও তৈরি করেছেন, যেখানে শুধু উদ্যোক্তাদের তৈরি পণ্য বিক্রি হয়। প্রশিক্ষণের সময় স্যার ও ম্যাডাম আমাকে বলেছিলেন যদি আমার কোনো পণ্য থাকে, আমি চাইলে সেটি সেখানে রাখতে পারব।

RUET থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করা সিয়াম ভাই ট্রেনিং প্রোগ্রাম এর পরিচালক ছিলেন। উনি সকাল-বিকাল ব্রিফ করতেন, পরামর্শ দিতেন।

১২ দিনের এই গুরুত্বপূর্ণ ট্রেনিং এ বিজনেস করার জন্য যা যা দরকার, উনারা সবই শিখিয়েছেন। বিষয় ভিত্তিক প্রয়োজনীয় দক্ষ ট্রেইনার নিয়ে এসেছেন।

প্ল্যানিং থেকে শুরু করে উৎপাদন, বিপণন, হিউম্যান রিসোর্স, ব্যাংকিং যা লাগে সব নতুন করে শিখেছি এখানে। বিশেষ করে উনাদের 'টফু' বা সয়া পনির নামক একটা আইটেম আছে যেটা উনারা বানিজ্যিক উৎপাদন শিখিয়েছেন। টফু মার্কেটে আনার খুব ইচ্ছা আমার। আশাকরি খুব দ্রুত আনতে পারবো আমি।

ফৌজিয়া হেলদি ফুড এ ট্রেনিং-এর পর নতুন উদ্যোমে কাজ শুরু করতে পেরেছি। ট্রেনিং-এর পর উৎপাদন থেকে শুরু করে সব জায়গায় ভালো পরিবর্তন লক্ষ্য করতে শুরু করছি।

একসাথে ট্রেনিং-এর সুবাদে পেয়েছি বৃহৎ একটা বিজনেস নেটওয়ার্ক। যার জন্য পার্টনার এর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

সিলেটের চা পাতা- আমার নতুন পথ

একদিন আনন্দের মুহূর্তে আমার মনে পড়ে গেল সিলেটের বিখ্যাত চা পাতা। আমি সেই চা দোকানে রাখি, আর আশ্চর্যজনকভাবে অল্প সময়েই সব বিক্রি হয়ে যায়। পরে স্যার আমাকে আবার ফোন করে আরও

২০ কেজি চা পাঅ পাঠাতে বলেন। আমি সুন্দরবন কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে মোহাম্মদপুরে পাঠাই। ঢাকাতেও আমার পণ্য দারুণ সাড়া পায়।

আমার কাছে এটি ছিল আনন্দ এবং গর্বের এক নতুন অধ্যায়-নিজের জেলার পণ্যকে রাজধানীতে পৌঁছে দেওয়া এবং মানুষের ভালোবাসা পাওয়া।

আমার স্বপ্ন

আমার স্বপ্ন কেবল স্থানীয় বাজারে সীমাবদ্ধ নয়। আমি চাই আমার প্রতিটি পণ্যে লেখা থাকুক-

"A product of Bangladesh"

যা দেশের সীমানা পেরিয়ে আন্তর্জাতিক বাজারে পৌঁছে যাবে। আমি বিশ্বাস করি আমি শুধু নিজের জন্য নয়, আরও অনেক নারীর জন্য কর্মসংস্থানের পথ তৈরি করতে পারব।

আমার এই যাত্রা প্রমাণ করে যে সঠিক অনুপ্রেরণা, সঠিক দিকনির্দেশনা এবং পরিশ্রম থাকলে একজন নারী উদ্যোক্তা নিজের জীবন বদলাতে পারে, পাশাপাশি সমাজ ও দেশকেও বদলে দিতে পারে।

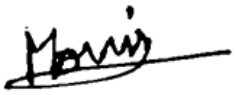

মৌসুমি বেগম তাসলিমা
স্বাদ বাংলা এগ্রো ফুড
সিলেট।